দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 30 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

গাছতলায় শিশুদের ক্লাস

একটি প্রাইমারী স্কুলের দুর্দশার খবর বেরিয়েছে পরশু এক দৈনিকে। স্কুল ভবনটি ভাঙ্গাচোরা, সেখানে সাপের ভয়, দেয়াল ও মেঝেতে ফাটল ধরেছে। ছেলেমেয়েরা ক্লাস করছে গাছতলায়। এ ধরনের সমস্যাকবলিত আর পাঁচটা স্কুলের মতো এরও সমস্যা একই। এটা নেই, ওটা নেই। এমনকি শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে সেখানে। বিদ্যালয়টি শ্রীপুর উপজেলার [illegible] প্রাথমিক বিদ্যালয়। দেশের অনেক স্থানে এ ধরনের স্কুল রয়েছে, যেগুলোর সমস্যা মোটামুটি একই রকম। এসব সমস্যাকবলিত স্কুলের দুর্গতির খবর মাঝেমধ্যে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে তখন সেগুলোর দুর্দশার খবর লোক জানতে পারে। এগুলোর কোনটিতে শিশুদের বসার বেঞ্চ নেই। কোনটায় চেয়ার-টেবিলের সঙ্কট, কোন স্কুলে ব্ল্যাকবোর্ড নেই, কোনটার জরাজীর্ণ ভবন। তবে অনেক স্কুলেরই একটি সাধারণ সমস্যা হচ্ছে শিক্ষকের অভাব। শিক্ষকের অভাব মানেই শিক্ষাদানের কাজ ব্যাহত হওয়া। এর সঙ্গে শিক্ষা সহায়ক উপাদান বা জিনিসপত্রের সঙ্কট থাকলে সুষ্ঠু শিক্ষাদানের কাজে বাধা সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিশুরা যায় পড়তে, তাদের মনে থাকে উৎসাহ। সেখানে এ ধরনের সঙ্কট থাকলে তাদের মনের উৎসাহে ভাটা পড়ে। কিছুদিন আগে একটা স্কুলের দুর্দশার খবর থেকে জানা গিয়েছিল, ঐ স্কুলটিতে ক্লাসে স্থান সঙ্কুলান হয় না বলে কোন কোন ক্লাসে শিক্ষককে কক্ষের বাইরে থেকে পড়াতে হয়। শ্রীপুর এলাকায় যে স্কুলটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, জানা গেল সে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ সালে। কিন্তু বিদ্যালয়টির মূল ভবন পাকা করা হয় ১৯৮৯ সালে। বছর চারেক আগে ভবনটির দু'টি কক্ষ প্রায় ভেঙ্গে যায়। এখন ভবনের দেয়াল ও মেঝেতে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। ১৯৮৯ সালে পাকা করা ভবনটির এই দুর্দশা কেন হলো? এর চেয়েও কত প্রাচীন ভবন এখনও টিকে রয়েছে, আর এটির ঐ দশা এমন হলো কেন? ঐ খবর থেকে আরও জানা যায় ঐ স্কুলভবনটির মেঝে ও দেয়ালের ফাটল থেকে গত দু'মাস আগে শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী আট-দশটি বিষধর সাপ মেরেছে। খবরটি উদ্বেগজনক তো বটেই। আসলে ঘরটির অবস্থা এমনই করুণ যে, সেটা এখন সাপখোপের জায়গা হয়েছে।

পরিবেশটি শিশুদের জন্য আদৌ নিরাপদ নয়! বাবা-মায়েরা নিজেদের সন্তানকে ওখানে পাঠিয়ে যে চিন্তায় থাকেন তা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। ভবনটিতে ক্লাস হয় না। হওয়া সম্ভব নয়। ভবনটির সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। কিন্তু সর্বোপরি যেখানে সাপের ও রকম অবস্থান, সেখানে শিশুদের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত হয়? এলাকাবাসী যে সাপ ওখানে মেরেছে তা থেকে বোঝা যায় ওখানে পরবর্তী সময়েও সাপ গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। সেই কারণে যতখানি সম্ভব জরুরী ভিত্তিতে ভবনটির মেরামত বা সংস্কার দরকার। দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনের জীর্ণদশা, অপরিচ্ছন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সেগুলো সংস্কারের কথা, সেগুলোর পরিবেশ উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। সর্বত্র শিক্ষার পরিবেশ অনুকূল করতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষকের অভাব দূর করার চেষ্টাও জোরদার করতে হবে। শিশুরা যাতে স্কুলে গিয়ে শিক্ষা পায়, সে শিক্ষায় যাতে কোন গলদ বা ফাঁক না থাকে সেদিকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ভিতটাকে শক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে ভিত্তি যদি দুর্বল থেকে যায় তাহলে মজবুত দালান তার ওপর দাঁড়াতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষার দুর্বলতা উচ্চশিক্ষার জীবনেও প্রভাব ফেলে। সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি জোরদার করার ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। স্মরণ করা যায়, জাতিসংঘে মানবাধিকার সনদ অনুযায়ী শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। সনদটি গৃহীত হয়েছে ১৯৪৮ সালে। বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয় জাতিসংঘ সনদ গৃহীত হওয়ার প্রায় ৪৪ বছর পরে ১৯৯২ সালে। সেই থেকে চলছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের নিরন্তর প্রয়াস। এ প্রয়াস সফল করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরও বেশি দৃষ্টি দিতে হবে। দূর করতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা। শিক্ষার আলো জীবনের অন্ধকার দূর করার জন্য অপরিহার্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করা যায়। তিনি বলেছেন, শিক্ষার আলো ছড়াইয়া দাও। জীবনের অন্ধকার বহুলাংশে কাটিয়া যাইবে। এ অন্ধকার কাটাতে আমাদের আরও সচেষ্ট হতে হবে, আরও উদ্যোগী হতে হবে।